দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষার্থীরা কেন ফেল করে

সম্প্রতি প্রকাশিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার রেজাল্ট বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, এবার ৫৩টি স্কুলের কেহই পাস করিতে পারে নাই। গত বৎসর এই সংখ্যাটি ছিল ৪৭। অর্থাৎ শূন্য পাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার ৬টি বাড়িয়াছে। এইসব অকৃতকার্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডে ৩টি করিয়া বিদ্যালয় আছে। রাজশাহী, বরিশাল ও দিনাজপুর বোর্ডে রহিয়াছে ২টি করিয়া। সিলেটে আছে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আছে ৩৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে পাসের হার ৮৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। তাহার মানে ১১ দশমিক ৭১ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করে নাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফল প্রকাশের সময় ইহা লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এখন ফেল করিবার কোনো মানে হয় না। যেহেতু সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাই তাহা কাজে লাগাইয়া একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলেই পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ ও সংস্কার, বৃত্তি প্রদান, প্রতি বৎসর বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ ও বিনিয়োগ আজ যে কোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধি পাইয়াছে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীরা ফেল করিবে কেন, ইহাই বড় প্রশ্ন। এইজন্য স্কুল-মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটিই প্রধানত দায়ী বলিয়া আমরা মনে করি। যাহারা এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন, তাহারা অনেক সময় নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করেন না। স্বচ্ছভাবে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ ও ক্লাসে নিয়মিত পাঠদানের ব্যাপারে গুরুত্ব দেন না। আবার ব্যবস্থাপনা কমিটি হয়তো যাবতীয় নিয়ম-বিধি মানিয়া চলিতে আন্তরিক, কিন্তু দেখা গেল স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের চাপে ও তদবিরে তাহারা তটস্থ। মেয়েদের ভালো ঘরে বিবাহ দিতে হইবে—কেবল এই ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হইয়াও অনেক অভিভাবক স্কুল-কলেজে তাহাদের ভর্তির জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এভাবে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ফলাফল নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে ব্যবস্থাপনা কমিটি অনেক সময় স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন না। ভর্তির পর দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য যে বাড়তি যত্ন নেওয়া দরকার, সেই ব্যাপারেও তাহারা দিতে পারেন না নজর। তাহাছাড়া 'শিক্ষাবাণিজ্যের হাত ধরিয়া শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের কষাঘাতের কারণেও অনেক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ঠিকমতো হইতেছে না। ফলে তাহারা পরীক্ষায় খারাপ করিতে পারে।

এখানে বলিয়া রাখা ভালো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে বর্তমানে জনপ্রতিনিধিদেরও অংশগ্রহণ বিদ্যমান। ইহা সমীচীনও বটে। তাহারা এই বিষয়ে একটু খেয়াল করিলে শূন্য পাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকার কথা নহে। তাহারা অভিভাবকদের সচেতন করিয়া এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের ভালো ফলাফল অর্জনে এখন হইতে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।